চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পর ডাকা অবরোধ ৩৬ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার করেছে ছাত্রলীগের একাংশ। অবরোধ প্রত্যাহারের পর গতকাল দুপুর একটায় ক্যাম্পাস থেকে প্রথম শিক্ষকবাহী বাস ছাড়ে। তবে সকালেও অবরোধ চলমান থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ক্লাস কিংবা পরীক্ষা হয়নি। শিক্ষার্থীদের বহনকারী শাটল ট্রেনও শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি।

গত রবিবার রাতে চবি ছাত্রলীগের ৩৭৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পর পদবঞ্চিত একটি অংশ ক্যাম্পাসের মূল ফটক আটকে অবরোধ করে। আরেকটি অংশ সোহরাওয়ার্দী হলে ভাঙচুর চালায়। অবরোধ চলাকালে ক্যাম্পাস থেকে রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সও বের হতে দেওয়া হয়নি। এ সময় ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তারা অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয়নি। প্রক্টর এবং সহকারী প্রক্টররা একাধিকবার আসা যাওয়া করলেও তারা ছাত্রলীগের কর্মীদের সরিয়ে দেননি।

তবে গতকাল দুপুরে নিজ দপ্তরের নিচে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীন আখতার বলেন, যারা আবাসিক হলে ভাঙচুর চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা যায়, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণার তিন বছর পর চবি ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা এবং পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল দুপুর ১২টায় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। ওই স্ট্যাটাস দেওয়ার পরপরই চবি ছাত্রলীগের পদবঞ্চিত বলে দাবিদার ও তাদের সহযোগীরা অবরোধ তুলে নেন।

নওফেল তার ৯০ শব্দের ওই স্ট্যাটাসে বলেন, ছাত্র সংগঠনের পদ-পদবির বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া থাকলে সংগঠনের যে কোনো কর্মী, নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। কোনো সাংগঠনিক দাবি থাকলে সেটি সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে সমাধান করা যায়। কিন্তু সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করা, ভাঙচুর করা, অপহরণ করা, অপরাধের হুমকি দেওয়া, হত্যার হুমকি দেওয়া কোনোভাবেই ছাত্র সংগঠনের আদর্শিক কর্মীর কাজ হতে পারে না। যারা এসব করছে তারা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থেই অরাজকতা করছে, এদের কাছে সংগঠন বা শিক্ষার মূল্য আছে বলে মনে হয় না। নিজেদের সাংগঠনিক দাবিতে অপরাধমূলক সহিংসতা যারা করছে, তাদের বিষয়ে সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

নওফেলের ওই স্ট্যাটাসে চবি চাত্রলীগের সাবেক একাধিক নেতা তাদের মতামত তুলে ধরেন। তার মধ্যে নওফেলের অনুসারী চবি ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বি সুজন বলেন, অছাত্র এক আদুভাইকে সভাপতি (রেজাউল হক রুবেল) দেওয়ার কারণে আজকের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পরে অবশ্য সুজন ওই মন্তব্য তুলে নেন। তুলে নেওয়ার আগে অনেকেই তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, তার ওই মন্তব্যে খোদ নওফেলের ইমেজ ক্ষুণœ হচ্ছে। তবে অনেকেই সেখানে নিজেদের মতামত খোলাখুলি উপস্থাপন করেন। আল মামুন খান নামের একজন বলেন, রেজাউল হক রুবেল ও মোহাম্মদ ইলিয়াসের যোগসাজশে এ অগ্রহণযোগ্য কমিটি দেওয়া হয়েছে।

চবির ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চৌধুরী আমীর মোহাম্মদ মুসা আমাদের সময়কে বলেন, আজ (মঙ্গলবার) কোনো বিভাগে পরীক্ষা হয়নি। ক্লাসও হয়নি। কোনো কোনো বিভাগে অনলাইনে ক্লাস হয়েছে বলে শুনেছি। তবে তা কত শতাংশ নিশ্চিত করতে পারিনি।